আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ

নামাজ

ইয়াসিন বিন তসলিম

আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ

নামাজ

ইয়াসিন বিন তসলিম

উপহার

আমার শ্রদ্ধার/স্নেহের.....
.....
.....কে
‘আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামাজ’ বইটি উপহার দিলাম।

উপহারদাতা

.....

.....

.....

সাক্ষর ও তারিখ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয়ই সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে।

(সূরা আনকাবুত ৪৫)

সূচিপত্র

ভূমিকা.....৬

আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নামায.....৭

কারো দ্বীনদারী অনুমান করার অন্যতম উপায়.....১০

নামাযের আযান হয়ে গেলে নবীজীর সুন্নাহ কী ছিল?.....১১

জামাতের সাথে নামায পড়া.....১৩

অন্ধ সাহাবীকেও জামাত ছাড়ার অনুমতি দেননি.....১৪

মসজিদে এসেই নামায পড়ো.....১৫

ইচ্ছে করে, তাদের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই.....১৫

প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া কেউ জামাত ছাড়ত না.....১৬

নামাযের রূহ.....১৮

এ উম্মত থেকে সর্ব প্রথম খুশু তুলে নেয়া হবে.....২০

মাত্র দুটি কাজ করুন.....২১

নামাযের প্রতিটি কাজ ধীরস্থিরভাবে করুন.....২১

নামাযে যা-ই পড়বেন অর্থের প্রতি মনযোগ রেখে পড়ুন.....২২

দোয়া করা.....২৩

আযান শোনা মাত্রই নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া.....২৪

সবচেয়ে ভালো কাপড়টা পরে নামায পড়া.....২৫

তাড়াহুড়া না করে ধীরে সুস্থে মসজিদের দিকে যাওয়া.....২৬

মসজিদে প্রবেশের সময় মনযোগ সহকারে দোয়া পড়া.....২৬

বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা.....২৭
কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর পড়া.....২৭
ক্ষুধা কিংবা পেশাব-পায়খানার চাপ নিয়ে নামাযে না দাঁড়ানো.....২৭
নামাযকে অন্তরে প্রশান্তি দানকারী একটি আমল মনে করা.....২৮
নামাযের দোয়া ও তাসবীহগুলো থেকে একেক সময় একেকটা পড়া.....২৮
অন্তরে এ কথা জাগ্রত রাখা যে, আল্লাহ এ মুহূর্তে আমার প্রতিটি নড়াচড়া দেখছেন.....২৯
নামাযে মৃত্যুর কথা স্মরণ করা.....২৯
খুশুর একটি উদাহরণ.....৩০
নামাযি মূলত তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলে.....৩১

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি বান্দাদের ওপর ইবাদতকে ফরজ করেছেন এবং নামাজকে দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি উম্মাহকে নামাজের গুরুত্ব ও মর্যাদা শিক্ষা দিয়েছেন।

নামাজ একজন মুমিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি বান্দা ও তার রবের মাঝে এক পবিত্র সম্পর্কের সেতুবন্ধন। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে একজন মুসলমান আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ায়, তাঁর স্মরণে নিজেকে সমর্পণ করে এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। নামাজ মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে এবং তার জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করে।

এই বইয়ে নামাজের গুরুত্ব ও কিভাবে নামাজে খুশু আসবে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে মুসলমানদের অন্তরে নামাজের প্রতি ভালোবাসা ও গুরুত্বের অনুভূতি জাগ্রত হয়।

আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে আন্তরিকতা ও নিয়মিততার সাথে নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

ইয়াসিন বিন তসলিম
১৫/০৩/২৬ইং

প্রসিদ্ধ একটি হাদীস, যা আমরা সবাই জানি, হাদীসটি ইমাম মালেক রহ. তাঁর কিতাব মুআত্তাতে এনেছেন।

আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নামায

عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ إِنَّ أَهَمَّ أُمُرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ

"আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযি.এর আযাদকৃত দাস নাফে' রহ. থেকে বর্ণিত, একবার হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি. তাঁর (অধীনস্থ) কর্মকর্তাদের কাছে এ মর্মে চিঠি লিখে পাঠান যে, আমার মতে তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, নামায। অতএব যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করল, নামাযের প্রতি যত্নবান হল সে নিজের দ্বীনের হেফাজত করল আর যে নামায নষ্ট করল, সে অন্যান্য কাজ আরও বেশি নষ্ট করবে"। (মুআত্তা ইমাম মালেক: ৬

মুআত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ আলমুনতাকার লেখক আবুল ওয়ালিদ সুলাইমান বিন খালাফ আল বাজী রহ. (মৃত্যু ৪৭৪হি.) বলেন,

حفظ دينه: يحتمل معنيين أحدهما أنه حفظ معظم دينه وعماده والثاني أن يريد هنا به حفظ سائر دينه فإن مواظبة الصلوات في الجماعات مما يستدل به على صلاح المرء وخيره...

সে নিজের দ্বীনের হেফাজত করল- এর দুটি অর্থ হতে পারে, প্রথমটি হল, সে দ্বীনের সবচেয়ে বড় বিধান ও স্তম্ভের হেফাযত করল।

দ্বিতীয়টি হল, সে তার পুরো দ্বীনের হেফাযত করল। কারণ, জামাতের সাথে নামাযের আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া এটি কোনো ব্যক্তি নেককার হওয়ার প্রমাণ বহন করে ...”।

মুহতারাম ভাইয়েরা, কথাটি বলছেন হযরত ওমর রাযি.। তাঁর কথাটি নিয়ে কিছু বলার আগে চলুন আমরা তাঁর সম্পর্কে দুটি কথা একটু স্মরণ করে নিই।

হযরত ওমর রাযি. হলেন সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) আমার পরে কেউ নবী হলে সে হত ওমর।

পুরো হাদিসটি হল-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ)

وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم : فصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي

“হযরত উকবা বিন আমের রাযি. থেকে বর্ণিত রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে কেউ নবী হলে সে হত ওমর”। সহীহুল জামে : ৫২৮৪ (ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং হাকেম আবু আব্দুল্লাহ রহ. সহী বলেছেন, ইমাম যাহাবী রহ. তাঁর কথা সমর্থন করেছেন।)

হাফেয সুয়ূতী রহ. তাঁর 'তারিখুল খুলাফা' গ্রন্থে এবং আবু আব্দুল্লাহ শাইবানী রহ. 'ফাযায়েলুল ইমামাইন' গ্রন্থে এমন বিশটিরও বেশি বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো নাজিল হওয়ার পূর্বেই হযরত

ওমর রাযি. এর অন্তরে উদয় হয়েছিল। ওগুলো নাজিল হওয়ার আগেই তিনি চাচ্ছিলেন, ওই হুকুমগুলো আসুক। হাফেয সুয়ূতী রহ. 'তারিখুল খুলাফা' গ্রন্থে فصل في موافقات عمر رضي الله عنه বলে আলাদা শিরোনাম কায়েম করেছেন।

এটি ছিল জামাতে সাহাবার মধ্যে একমাত্র তাঁর বৈশিষ্ট।

এবার তাঁর কথাটি একটু খেয়াল করুন, তিনি বলছেন, إِنَّ أَهَمَّ أُمُرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ আমার মতে তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নামায। কথাটি যদিও তাঁর নিজের। রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না। কিন্তু ওপরের দুটি বিষয় মাথায় রাখলে তাঁর কথার ওযনটা বুঝা সহজ হবে। মুহতারাম ভাইয়েরা, হযরত ওমর রাযি. কথাটি যদিও তাঁর কর্মকর্তাদের জন্য লিখেছিলেন কিন্তু কথাটি তো আসলে আমাদের সবার জন্যই। তাই না?

অতএব আমার প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা, আমরাও আমাদের মনে এ কথা গেঁথে নিই যে, আমার যত কাজ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ কাজ হল, আমার নামায।

আমার দারস, দাওরা, মাশওয়ারা, সফর, মোলাকাত ইত্যাদি যত কাজ আছে সব কাজের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল, আমার নামায। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় কোন কাজ আমার নেই। আমার সব কাজের মধ্যে নামাযই হল সবার আগে। এটি হল তাঁর কথার প্রথম অংশ।

কারো দ্বীনদারী অনুমান করার অন্যতম উপায়

তাঁর কথার দ্বিতীয় অংশ হল, যে ব্যক্তি তার নামাযের হেফাযত করল, নামাযের প্রতি যত্নবান হল সে তার দ্বীনের হেফাজত করল আর যে নামায নষ্ট করল, সে অন্যান্য কাজ আরও বেশি নষ্ট করবে।

এ কথাটিও আমরা আমাদের মনে গেঁথে নিই ভাই যে, আমি আমার নামাযের হেফাযত যে পরিমাণ করতে পারব দ্বীনের অন্যান্য কাজের হেফাযতও ঠিক সে পরিমাণই করতে পারব। আমার দীনও ঠিক পরিমাণই মাহফূয থাকবে।

সংক্ষেপে বললে, আমার নামায ঠিক তো, সব ঠিক। নামাযে কমতি তো, সব কাজে কমতি। নামাযটাকে বলা যায় একজন মুসলিমের দ্বীনদারী মাপার 'মীযান' বা পরিমাপক একটি আমল।

যে কোনো মুসলমানকে দেখে তাঁর দ্বীনদারী অনুমান করার অন্যতম একটি উপায় হল, তার নামায কেমন? সে নামাযের ব্যাপারে কতটুকু যত্মবান? তার নামাযের যাহের-বাতেনের কী হালাত?

নামাযে যত্মবান তো দ্বীনের অন্যান্য ব্যাপারেও আশা করা যায় সে যত্মবান হবে ইনশাআল্লাহ। নামাযে গাফেল তো অন্যান্য ব্যাপারে আরও বেশি গাফেল হবে। ব্যতিক্রম কেউ থাকতেও পারে, তবে সাধারণ ভাবে এমনই হয়।

এ জন্য ভাই আমরা নিজেরাও নামাযের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের ভাইদেরকেও এ ব্যাপারে তারগীব দেবো। কোন ভাইকে যদি দেখেন তিনি নামাযের ব্যাপারে খুব যত্নবান তাহলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন তিনি অন্যান্য কাজের ব্যাপারেও যত্নবান হবেন ইনশাআল্লাহ।

নামাযের হালাত এর বিপরীত হলে ফলও হবে এমনই। আল্লাহ আমাদের ভাইদেরকে এ থেকে হেফাযত করেন আমীন

এ জন্য ভাই, কোনো ভাইয়ের মাঝে কোনো ব্যাপারে গাফলতি দেখলে আপনি ওই ভাইয়ের 'মেইন সুইচে' চাপ দিন।

মেইন সুইচ মানে কি বুঝেছেন ভাইয়েরা? নামাযই হল একজন মুমিনের সব হালাত ঠিক করার মেইন সুইচ।

হযরত ওমর রাযি. এর কথার এটাই মর্ম, যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করল, নামাযের প্রতি যত্নবান হল সে নিজের দ্বীনের হেফাজত করল আর যে নামায নষ্ট করল, সে অন্যান্য কাজ আরও বেশি নষ্ট করবে।

এ জন্য মুহতারাম ভাই, আমরা নিজেদের ওপর এই ইলতিযাম করি যে, নামাযের আযান হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সব কাজ বন্ধ করে দেব ইনশাআল্লাহ। তখন আমাদের একটাই কাজ। নামাযের প্রস্তুতি নেয়া।

নামাযের আযান হয়ে গেলে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ কাজ হল, যার জন্য আমাদের সব কিছু, সব কষ্ট, সব শ্রম তাঁর কাছে হাজিরি দেয়া। সেই হাজিরির জন্য জাহেরি-বাতেনি ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা।

নামাযের আযান হয়ে গেলে নবীজীর সুন্নাহ কী ছিল?

দেখুন ভাই, নামাযের আযান হয়ে গেলে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ কী ছিল? এ সংক্রান্ত হাদীসটি হয়তো আমাদের সবারই জানা আছে। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা রাযি.।

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَتْ : كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ.

"আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ রহ. বলেন আমি আয়েশা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে থাকাকালে কী করতেন? তিনি উত্তর দেন, তিনি ঘরের লোকদের কাজ করে দিতেন তবে যখনই আযান শুনতেন নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন"। সহী বুখারী : ৫৩৬৩

লক্ষ করুন, হযরত আয়েশা রাযি. বলছেন, তিনি যখন আযান শুনতেন নামাযের জন্য বের হয়ে যেতেন। এর অর্থ, আর দেরি করতেন না। প্রস্তুতি নেয়ার প্রয়োজন হলে তা নিতে শুরু করতেন।

সহী বুখারীর অন্য এক হাদীসে এসেছে,

عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

"আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ রহ. বলেন আমি আয়েশা রাযি.কে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি উত্তরে বললেন, রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শুরুর দিকে ঘুমাতেন। শেষ দিকে উঠে নামায পড়তেন। নামাযের পর (সামান্য সময়ের জন্য) আবার বিছানায় যেতেন। তবে

যখন মুয়াযযিন আযান দিত তখন লাফিয়ে উঠতেন। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করতেন, না হয় ওযু করে মসজিদের দিকে বের হয়ে যেতেন"। সহী বুখারী : ১১৪৬ (তাহাজ্জুদ অধ্যায়)

লক্ষ করুন ভাই, হাদীসের শব্দটি হল- وثب, যার অর্থ, তখন তিনি লাফিয়ে উঠতেন বা অতি দ্রুত উঠে যেতেন।

তো নামাযের আযান হয়ে গেলে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ হল, সঙ্গে সঙ্গে নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করা। আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সুন্নাহর ওপর আমল করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করেন আমীন।

জামাতের সাথে নামায পড়া

মুহতারাম ভাইয়েরা, নামাযের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার পাশাপাশি একান্ত নিরুপায় না হলে সব সময়ই আমরা জামাতের সাথে নামায পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমাদের সাধারণ অভ্যাস যেন এটিই হয় যে, আমরা সব নামায জামাতের সাথে আদায় করব। শরিয়ত আমাদেরকে যে যে অবস্থায় জামাত ছাড়ার অনুমতি দিয়েছে ওই অবস্থা না হলে কখনোই আমরা জামাত ছাড়ব না ইনশাআল্লাহ।

আমরা যখন খাস কোনো হালাতের সম্মুখীন হবো তখন একথা নিশ্চিত হয়ে নেব যে, এ হালাতে শরিয়ত আমাদেরকে জামাত ছাড়ার অনুমতি দেয় কি না?

এ ক্ষেত্রেও ভালো হয় নিজেরা সিদ্ধান্ত না নিয়ে এ বিষয়ে বিজ্ঞ কোনো ভাই থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া। শরিয়ত অনুমতি দিলে জামাত ছাড়লাম। অনুমতি না দিলে জামাতে শরিক হলাম।

নিরাপত্তাজনিত কোনো ব্যাপার থাকলে তো ভিন্ন কথা। এটি তো গ্রহনযোগ্য একটি ওযর। এমন কোনো ওযর না থাকলে আমরা সব সময় অবশ্যই জামাতের সাথেই নামায আদায়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আমরা আমাদের সফরগুলোকে এমন ভাবেই সাজাবো যেন যথাসম্ভব জামাত না ছুটে। আল্লাহ আমাকে এবং আমার সকল ভাইকে তাওফীক দান করেন। সালাতুল খাওফের বিশেষ পদ্ধতির হিকমাহ তো এটাই। জিহাদ চলাকালেও জামাতের সাথে নামায পড়া চাই, যদি সম্ভব হয়।

এবার শুধু একটু স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে এ বিষয়ক কয়েকটি হাদীস বলি,

অন্ধ সাহাবীকেও জামাত ছাড়ার অনুমতি দেননি

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ» :هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ «قَالَ: نَعَمْ. قَالَ» :فَأَجِبْ. «رواه مُسلِم

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার এক অন্ধ লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল, আমার কোনো পরিচালক নেই, যে আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে আসবে। (এ কথা বলে) সে বাড়িতে নামায পড়ার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনুমতি চাইল। তিনি প্রথমে

তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন সে রওনা হল, তখন ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? সে বলল, 'জী হ্যাঁ ।' তখন বললেন, তাহলে তুমি সাড়া দাও। (অর্থাৎ মসজিদে এসেই নামায পড়ো"। (সহী মুসলিম : ৬৫৩)

মসজিদে এসেই নামায পড়ো

عَنْ عَبدِ الله وَقِيلَ: عَمْرو بن قَيسٍ المَعرُوفِ بِابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ الْمُؤَذِّن رضي الله عنه أَنّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِنّ المَدِينَةَ كَثِيرةُ الهَوَامّ وَالسّبَاعِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم»: تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصّلَاةِ حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، فَحَيَّهلاً «رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسناد حسن

"অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযি. থেকে বর্ণিত, একবার তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, মদিনায় সরীসৃপ (সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি বিষাক্ত জন্তু) ও হিংস্র পশু অনেক। (তাই আমাকে নিজ বাড়িতেই নামায পড়ার অনুমতি দিন)। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি 'হাইয়্যা আলাস সালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ' (অর্থাৎ আযান) শুনতে পাও? (যদি শুনতে পাও), তাহলে মসজিদে এসেই নামায পড়ো"। (সুনানে আবূ দাউদ ৫৫৩, সুনানে নাসায়ী ৮৫১ (হাদীসটি হাসান)

ইচ্ছে করে, তাদের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ». متفقٌ عَلَيهِ

"হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, আমার ইচ্ছে করে, (কয়েক জনকে) জ্বালানী কাঠ একত্রিত করার আদেশ দিই। অতঃপর (একজনকে) নামাযের জন্য আযান দেওয়ার আদেশ দিই। এরপর কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলি। আর আমি সেই সব পুরুষের কাছে যাই (যারা মসজিদে আসেনি) এবং তাদেরকেসহ তাদের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই"। (সহী বুখারী : ৬৪৪, সহী মুসলিম : ৬৫১)

প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া কেউ জামাত ছাড়ত না

وَعَنِ ابنِ مَسعُود رضي الله عنه قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ تَعَالَى غَداً مُسْلِماً، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُم لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ، يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى

يُقَامَ فِي الصَّفِّ. رَوَاهُ مُسلِموفي رواية لَهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى؛ وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلَاةَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকে একথা আনন্দ দেয় যে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করবে, তার উচিত, সে যেন ফরয নামাযগুলো ওই জায়গায় আদায় করার ব্যাপারে যত্নবান হয়, যেখানে আযান দেওয়া হয় (অর্থাৎ মসজিদে)। কারণ, মহান আল্লাহ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য হেদায়েতের পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর ফরয নামাযগুলো হল হেদায়েতের অন্যতম পন্থা ও উপায়। তোমরা যদি এই নামাযগুলো ঘরেই পড়ে নাও, যেমন এই পিছিয়ে থাকা লোক ঘরে নামায পড়ে নেয়, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার করবে। আর (মনে রেখো,) যদি তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার কর, তাহলে নিঃসন্দেহে পথহারা হয়ে যাবে। আমি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে) এমন পরিস্থিতি দেখেছি যে, (জামাতের সাথে) নামায আদায় করা থেকে কেবল সেই মুনাফিকই পিছিয়ে থাকত, যে প্রকাশ্য মুনাফিক। আমি এও দেখেছি যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দু'জনের ওপর ভর দিয়ে নিয়ে এসে (নামাযের) সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো"। (সহী মুসলিম : ৬৫৪)

হাদীসের শারেহগণ বলেছেন,

هذه الأحاديث تدل على وجوب الصلاة في الجماعة.

এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, জামাতের সাথে নামায পড়া ওয়াজিব; (যদি কোন শরয়ী ওযর না থাকে)

নামাযের রূহ

মুহতারাম ভাইয়েরা, আমরা সবাই জানি, আমরা যে নামায পড়ি আমাদের নামাযের রূহ বা প্রাণ হল, খুশু খুযু বা ধ্যান ও মনযোগ। কারো নামাযে এটি আছে তো তার নামায হবে যিন্দা নামায, নেই তো তার নামায হবে মুর্দা নামায বা রুগ্ন নামায।

এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমিনীনের শুরুতে সফলতাপ্রাপ্ত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে একদম শুরুতেই নামাযের খুশু খুযুর কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে আলাদাভাবে নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

'খুশু ফিস সালাতে'র গুরুত্ব কত বেশি যে, 'মুহাফাযা আলাস সালাতে'র আগে 'খুশু ফিস সালাতে'র কথা বলেছেন।

সূরা মুমিনীনের শুরুতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

মুমিনরা সফল, যারা তাদের নামাযে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে। সূরা- মুমিনীন (২৩) :১,২

দেখুন, সফলতা লাভের প্রথম গুণ হল 'খুশু ফিস সালাহ'।

পরে আলাদা ভাবে বলেছেন,

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে যত্নবান। -সুরা মুমিনীন (২৩) :৯

খুশু ফিস সালাতের গুরুত্ব আমাদের সবার কাছেই পরিষ্কার, এটি নিয়ে কথা বলার জরুরত নেই।

যে বিষয়টি নিয়ে আজ ভাইদের সাথে মুযাকারা করার ইচ্ছা করেছি তা হল, আমরা নিজেরা কীভাবে এই মূল্যবান গুণটি অর্জন করতে পারি?

যে মূল্যবান গুণটি সত্যি বলতে আমরা মুতাকাল্লিম-মুখাতাব প্রায় সবাই হারিয়ে বসেছি, আল্লাহর পানাহ।

মুহতারাম ভাই, নামাযে খুশু খুযুর ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের কত ঘটনাই তো আমরা শুনেছি। আমাদের কোনো কোনো ভাই মনে করেন, খুশু খুযুর সাথে নামাজ পড়া আমাদের ভাগ্যে নেই। আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব না। অথচ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যত কাজ করতে বলেছেন, তা সবই আমাদের সাধ্যের ভিতরে। আমাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কাজের নির্দেশ তিনি আমাদেরকে দেননি।

অতএব শুরুতে আমাদেরকে এ কথা মনে গেঁথে নিতে হবে যে, খুশু খুযুর সাথে নামাজ পড়া আমার সাধ্যের ভিতরেরই একটি কাজ এবং এটি আমাকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

হ্যাঁ, ফরকে মারাতেব আছে। স্তর ভেদ আছে। আমরা হয়তো আমাদের সালাফদের মতো খুশু অর্জন করতে পারব না। কিন্তু তাই বলে, বসে তো থাকা যাবে না। চেষ্টা তো করেই যেতে হবে।

এ উম্মত থেকে সর্ব প্রথম খুশু তুলে নেয়া হবে

আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا.

এ উম্মত থেকে সর্ব প্রথম যে বিষয়টি তুলে নেয়া হবে তা হল, খুশু। এক সময় এমন একজন লোকও তুমি পাবে না যার অন্তরে খুশু আছে। মু'জামে- তাবারানী, আত তারগীব ৭৭৩ (হাদীসটি হাসান)

সহী ইবনে হিব্বানে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসের শেষ দিকে এসেছে,

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أنه قال له :إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ؟ الخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا.

হযরত উবাদাহ বিন সামেত রাযি. তাবেয়ি যুবায়ের বিন নুফায়ের রহ.কে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি চাইলে ইলমের কোন বিষয়টি সবার আগে উঠিয়ে নেয়া হবে তা আমি তোমাকে বলতে পারি। তা হল, খুশু। শীঘ্রই এমন একটা সময় আসবে যখন তুমি কোনো মসজিদে প্রবেশ করবে কিন্তু অন্তরে খুশু আছে এমন একজন লোকও দেখবে না। -জামে তিরমিযী ২৬৫৩ (হাদীসটি হাসান)

বলুন ভাই, বর্তমান অবস্থা কী এমন না? আমাদের নিজেদের হালাতই তো এ ক্ষেত্রে কত নাজুক!

এ জন্য কত কান্না দরকার। কিন্তু সত্যি বলতে কি ভাই, মুতাকাল্লিম-মুখাতাব আমাদের কারোরই এ জন্য কান্না আসে না।

কথাগুলো মুযাকারা করার মাকসাদ একটাই, এ গুনটি যেন আমরা সবাই আবার ফিরে পাই। আল্লাহ যেন দয়া করে এ মহা মূল্যবান গুনটির কিঞ্চিত হলেও আমাদেরকে দান করেন।

মাত্র দুটি কাজ করুন

তো কীভাবে আমাদের নামাযে খুশু খুযু আসবে এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম অনেক কাজ বা পদ্ধতির কথা বলেছেন। সবগুলোই নামাযে খুশু আনয়নের জন্য সহায়ক। তবে তাঁদের সব কথার মূল হল দুটি কাজ। আমরা যদি মাত্র এই দুটি কাজ করতে পারি তাহলেই ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে আমাদের নামাযে খুশু এসে যাবে। বিষয়টি আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারবো।

নামাযের প্রতিটি কাজ ধীরস্থিরভাবে করুন

এর মধ্যে প্রথমটি হল, الطمأنينة و السكون বা ধীরস্থিরতা, নামাযের প্রতিটি কাজ ধীরস্থিরভাবে করা। আপনি নামাযের ছোট বড় প্রতিটি কাজ ধীরস্থিরভাবে করুন। একদম তাড়াহুড়া করবেন না।

ধীরস্থিরভাবে তাকবীর বলুন।

ধীরস্থিরভাবে সানা পড়ুন।

ধীরস্থিরভাবে সূরা পড়ুন।

ধীরস্থিরভাবে রুকু করুন।

ধীরস্থিরভাবে রুকু-সেজদার তাসবীহগুলো পড়ুন। রুকু থেকে উঠে ধীরস্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ান। ধীরস্থিরভাবে সেজদা করুন।

দুই সেজদাহর মাঝখানে ধীরস্থিরভাবে বসুন।

মোটকথা, নামাযের প্রতিটি কাজ ধীরস্থিরভাবে সম্পন্ন করুন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া শরীরের কোনো অংগ নড়াচড়া করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকুন। যেমন, শরীর চুলকানো, টুপি, রুমাল, পাঞ্জাবি ইত্যাদি ঠিক করা।

সৃষ্টিগত ভাবেই আমরা এমন যে, আমাদের জাহেরি অংগগুলোর প্রভাব দিলের উপর পড়ে। তো আমাদের জাহেরি অংগগুলোর মধ্যে যখন সুকূন-ধীরস্থিরতা থাকবে অন্তরেও সুকূন-ধীরস্থিরতা আসবে ইনশাআল্লাহ।

নামাযে যা-ই পড়বেন অর্থের প্রতি মনযোগ রেখে পড়ুন

খুশু আনয়নের জন্য দ্বিতীয় কাজটি হল, নামাযে যা-ই পড়া হবে তার অর্থের প্রতি মনযোগ রাখা।

নামাযে আপনি যা-ই পড়েন তার অর্থের প্রতি মনযোগ রাখুন। তা সূরা হোক বা তাসবীহ কিংবা দোয়া। আপনি কী পড়ছেন তা যেন আপনি বুঝতে পারেন। উদাহরণত, আপনি নামাযে যত বার আল্লাহু আকবার বলবেন, এ কথা খেয়াল করে বলবেন যে, আপনি বলছেন, আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

কুরআন শরীফের ছোট ছোট সূরাগুলোর অর্থ তো আমাদের জানাই আছে তারপরও আমরা যদি আবার একটু ভালো করে ওই সূরাগুলোর অর্থ শিখে নিই এবং নামাযের সবগুলো দোয়ার অর্থও ভালো ভাবে শিখে নিই। এরপর পড়ার সময় অর্থের প্রতি খেয়াল রেখে পড়ি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা নিজেরাই বুঝতে পারব কীভাবে নামাযে আমাদের মন আর এদিক ওদিক যাচ্ছে না।

আসলে যাওয়ার সুযোগই পাবে না। কারণ সৃষ্টিগত ভাবেই কারো মন এক সাথে দু দিকে যেতে পারে না।

তো ভাই, আমরা যদি এ কাজ দুটি ইহতিমামের সাথে করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে আমাদের নামাযে খুশু আসবে। আমরা নিজেরাই বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

এই দুটি কাজকে বলা যায় নামাযে খুশু আনয়নের মূল উপায়। এর সাথে সহায়ক আরও কিছু কাজ আছে। এ কাজ দুটির পাশাপাশি ওই কাজগুলোরও আমরা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ, সংক্ষেপে ওগুলোও একটু মুযাকারা করি।

খুশু আনয়নের জন্য সহায়ক আরও কিছু কাজ

দোয়া করা

১ম কাজ : আল্লাহর কাছে খুব অনুনয় বিনয়ের সাথে দোয়া করা। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে খুশুওয়ালা নামাজ দান করুন।

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ওই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা তাদের নামাযে খুশুর অধিকারী।

মুহতারাম ভাই, কোনো ব্যবসায়ী যখন তার ব্যবসাতে চরমভাবে লোকসানের সম্মুখীন হতে থাকে তখন সে কীভাবে দোয়া করে? ডাক্তাররা যখন কোনো রোগীকে বলে দেয়, আমরা আর পারছি না, আপনাকে বাঁচানোর সাধ্য আর আমাদের নেই, তখন ওই রোগী

নিজের জীবন রক্ষার জন্য আল্লাহর সামনে কীভাবে কান্নাকাটি করে? একটু ভাবুন তো!

আমার প্রাণ প্রিয় ভাইয়েরা, আমাদের নামায কি একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসার চেয়ে এবং একজন রোগীর জীবনের চেয়ে বহু বহুগুণ মূল্যবান নয়?

অতএব আমাদেরকে নামাযের জন্য কত বেশি অনুনয় বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত। আমরা যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ অবশ্যই আমাদেরকে এমন নামায দান করবেন যা হবে সত্যিকার অর্থে খুশু ওয়ালা নামায।

আযান শোনা মাত্রই নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া

২য় কাজ : আযান শোনা মাত্রই নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। আসলে ভাই আযান শোনা থেকেই নামাযের কাজ শুরু হয়ে যায়। তাই খুব মনযোগ সহকারে আযানের উত্তর দেয়া চাই। এরপর সুনান, মুস্তাহাব ও সকল আদব সহকারে ওযু করা।

দেখুন ভাই, ওযু ও তাহারাত হল নামাজের চাবি। চাবি যত সুন্দর হবে নামায তত সুন্দর হবে। এজন্য ওযু করার সময় আমরা কখনই তাড়াহুড়ো করবো না। ধীরস্থিরভাবে ওযু করবো। ওযুর প্রতিটি সুন্নত, মুস্তাহাব ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওযু করবো। ওযুর শুরু ও শেষের দোয়াগুলো অবশ্যই পড়বো।

ওযুতে যদি আপনার খুশু না থাকে তাহলে নিশ্চিত থাকুন নামাযেও খুশু থাকবে না।

এ সময় মনে মনে এ কথা হাজির রাখার চেষ্টা করব যে, আমি এখন আমার মালিকের দরবারে হাজির হতে যাচ্ছি। যার জন্য আমার সব কুরবানি।

হযরত যাইনুল আবেদীন আলী বিন হুসাইন রহ. (মৃত্যু-৪৯হি.) যখন ওযু করে নামাযের জন্য প্রস্তুত হতেন তখন ভয়ে কাঁপতে থাকতেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দেন,

تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟

তোমরা জান, আমি এখন কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি, কার সাথে কথা বলতে যাচ্ছি? -সিয়ারু আলামিন নুবালা :৪/৩৯২

সবচেয়ে ভালো কাপড়টা পরে নামায পড়া

৩য় কাজ : পরনের পোশাকের একটা বিরাট প্রভাব আমাদের অন্তরে পড়ে। এজন্যই ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যে পোশাক পরে কেউ কোথাও বেড়াতে যায় না, কোনো অনুষ্ঠানে যায় না এমন পোশাক পরে নামাজ পড়া মাকরুহ। তেমনি ভাবে ঘরে থাকা কালে সাধারণত যে সব পোষাক পরা হয় এমন পোশাক পরেও নামায পড়া মাকরুহ।

অতএব আপনি নামাযের জন্য আলাদা এক সেট কাপড় রাখুন। জুমআ ও ঈদের জন্য যেমন আপনার কাছে থাকা সবচেয়ে সুন্দর কাপড়টা পরেন সম্ভব হলে প্রতি নামাযের জন্য তা-ই করুন। আপনার কাছে থাকা কাপড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কাপড়টা পরে নামায আদায় করুন। এটা শুরুতে একটু কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু ধীরে ধীরে অভ্যাসে পরিনত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। নামাযের যথাযথ আযমত ও গুরুত্ব

আমাদের অন্তরে এসে গেলে কাজটি মোটেই কঠিন মনে হবে না ইনশাআল্লাহ।

কোনো কোনো ইমাম সাহেবরা এমন করে থাকেন, তো তারা আসলে কী জন্য করেন, তা তারাই বলতে পারবেন। তাদের দিলের খবর আল্লাহই ভালো জানেন। কথাটি বললাম এ জন্য যে, এ আমলের উজুদ (অস্তিত্ব) আছে। আমরাও শুরু করলে করতে পারব ইনশাআল্লাহ। কঠিন কিছু না।

তাড়াহুড়া না করে ধীরে সুস্থে মসজিদের দিকে যাওয়া

৪র্থ কাজ : হাতে বেশ সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে মসজিদের দিকে যাওয়া। তাড়াহুড়া করে মসজিদে গেলে সাধারণত নামাযে মনযোগ থাকে না।

মসজিদে প্রবেশের সময় মনযোগ সহকারে দোয়া পড়া

৫ম কাজ : মসজিদে প্রবেশের সময় মনযোগ সহকারে দোয়া পড়া এবং নামায পড়ার সময় থাকলে অবশ্যই নামায পড়া। সময় না থাকলে মনযোগ সহকারে দোয়া করতে থাকা বা কোন যিকির করতে থাকা। এ সময় এমনিতেও দোয়া কবুল হয়।

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا

আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। অতএব এ সময় তোমরা দোয়া করো। -জামে তিরমিযী : ২১২

মনে রাখবেন, নামাযের আগে মনকে যত স্থির করা যাবে নামাযেও মন তত স্থির থাকবে ইনশাআল্লাহ।

বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা

৬ষ্ঠ কাজ : বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা। কুরআন তেলাওয়াতের একটি ফায়েদা হল, এর ফলে অন্তরে খুশু আসে, অন্তর নরম হয়।

আমাদের যে প্রতিদিন এক পারা করে তেলাওয়াত করার আমল আছে ওটা যদি আমরা এভাবে করি যে, প্রতি নামাযের আগ পর মিলিয়ে চার পৃষ্ঠা করে তেলাওয়াত করলাম তাহলে দেখা যাবে, খুব সহজে পারাও শেষ হয়ে যাবে। পাশাপাশি প্রতি নামাযেই কিছু না কিছু তেলাওয়াত হবে। এটি সব সময় সম্ভব না হলেও মাঝে মাঝে হলেও যেন করা হয়।

কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর পড়া

৭ম কাজ : কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর পড়া। বিশেষ করে যে সূরাগুলো আমরা সাধারণত তেলাওয়াত করি ওগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীর জানা থাকলে ওগুলো নিজে তেলাওয়াত করার সময় কিংবা ইমামের কাছ থেকে শুনার সময় অন্তরে খুশু আসবে ইনশাআল্লাহ।

ক্ষুধা কিংবা পেশাব-পায়খানার চাপ নিয়ে নামাযে না দাঁড়ানো

৮ম কাজ : অতিরিক্ত ক্ষুধা কিংবা পেশাব-পায়খানার চাপ নিয়ে নামাযে না দাঁড়ানো। আগেই এসব প্রয়োজন সেড়ে নেয়া। তা না হলে নামাযে মন না বসাই স্বাভাবিক। ঘুমের চাপ বেশি হলেও নামাযে না দাঁড়ানো চাই। সময় থাকলে একটু ঘুমিয়ে নেয়া। সময় না থাকলে চোখে ভালো ভাবে পানি দিয়ে ঘুমের ভাব সম্পূর্ণ রূপে দূর করে নামাযে দাঁড়ানো। নামাযের আগে ঘুমালে নামাযের কমপক্ষে ১৫ মিনিট আগে উঠে ওযু

করে নামাযের জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। ঘুম থেকে উঠেই নামাযে দাঁড়ালে নামাযে খুশু না আসাই স্বাভাবিক।

নামাযকে অন্তরে প্রশান্তি দানকারী একটি আমল মনে করা

৯ম কাজ : নামাযকে একটা বোঝা বা একটা দায়িত্বের মতো মনে না করা বরং এটিকে চোখের শীতলতা এবং অন্তরে প্রশান্তি দানকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল মনে করা। যেমন হাদীসে এসেছে, হযরত বেলাল রাযি.কে লক্ষ্য করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

يا بلالُ أقم الصلاةَ. أرِحْنا بها

হে বেলাল, নামাযের ইকামত দাও, নামাযের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রশান্তি দাও। (সুনানে আবু দাউদ : ৪৯৮৫ হাদীসটি সহী)

অন্য হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ةالصلا يف ينيع ةرَّق تلعِجُ

আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে রাখা হয়েছে। (সুনানে নাসায়ী : ৩৯৩৯; মুসনাদে আহমদ : ১৪০৬৯)

নামাযের দোয়া ও তাসবীহগুলো থেকে একেক সময় একেকটা পড়া

দশম কাজ : নামাযে আমরা যে সব দোয়া ও তাসবীহ পড়ি ওগুলো একেকসময় একেকটা পড়া। সব সময় একটা দোয়া বা তাসবীহ না পড়া। কারণ স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মধ্যে এই দূর্বলতা আছে যে, আমরা যখন সব সময় একই কাজ করতে থাকি বা একই জিনিস প্রতিবার পড়তে থাকি, তো দেখা যায়, এক সময় ওটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন আর আমরা মনযোগ ধরে রাখতে পারি না।

এ জন্য ভাই আমরা 'হিসনুল মুসলিম' থেকে নামাযের সবগুলো দোয়া ও তাসবীহ ধীরে ধীরে মুখস্থ করে নিই এবং আমলে আনার চেষ্টা করি। হাদীসে রুকু-সিজদার যতগুলো দোয়া এসেছে সবগুলো দোয়া, সালামের আগের সবগুলো দোয়া আমরা মুখস্থ করে নিই। এরপর একেকসময় একেকটা পড়ি। সব সময় এক-দুটাই না পড়ি।

অন্তরে এ কথা জাগ্রত রাখা যে, আল্লাহ এ মুহূর্তে আমার প্রতিটি নড়াচড়া দেখছেন

১১তম কাজ : নামায পড়ার সময় অন্তরে এ কথা জাগ্রত রাখা যে, আল্লাহ এ মুহূর্তে আমার প্রতিটি নড়াচড়া দেখছেন, আমার জাহের-বাতেন সব কিছু তাঁর চোখের সামনে।

এ বিষয়টি তো প্রসিদ্ধ হাদীস, হাদীসে জিবরীলেই এসেছে, জিবরীল আ. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন,

فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ

উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

ইহসান হল, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। যদি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।-সহী মুসলিম : ৮

নামাযে মৃত্যুর কথা স্মরণ করা

১২তম কাজ : নামাযে মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। নামায পড়ার সময় অন্তরে এ কথা একিন রাখা যে, হয়তো এটিই আমার জীবনের শেষ নামায। যেমন এক সাহাবীকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ، فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ

যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন বিদায় গ্রহণকারীর মতো নামায পড়বে। (সহী ইবনে মাজাহ : ৩৩৮১, হাদীসটি হাসান)

এটিই আমার জীবনের শেষ নামায, এ কথা আমাদের দিলে যত তাজা থাকবে আমাদের নামাযে তত বেশি মন বসবে। বাস্তবেও কি আজ আমরা যে যোহর পড়ব তা কি আমার আপনার জীবনের শেষ নামায হতে পারে না?

শুরুর দুটি কাজের পাশাপাশি আমরা যদি এ কাজগুলোও যথাসম্ভব করার চেষ্টা করি তাহলে ইনশাআল্লাহ এক সময় অবশ্যই আমাদের নামাযে খুশু আসবে।

খুশুর একটি উদাহরণ

সব শেষে খুশুর একটি উদাহরণ পেশ করে কথা শেষ করছি।

আমাদের কেউ যখন কারো সাথে মোবাইলে কথা বলে কিংবা কারো কথা শুনে তখন সে যার সাথে কথা বলছে বা যার কথা শুনছে তার কথার প্রতি কী পরিমাণ মনযোগী থাকে? তার পূর্ণ মনযোগ কথার দিকেই থাকে, তাই না?

এ কারণেই কখনো কখনো দূর্ঘটনার ঘটার খবরও আমরা শুনতে পাই। কিন্তু এর বিপরীতে যখন কেউ ইমো কিংবা হোয়াটসআপে কারো কাছ থেকে আসা ভয়েস রেকর্ড শুনে কিংবা কাউকে পাঠানোর জন্য নিজের ভয়েস রেকর্ড করে তখন কি তার মনযোগ ওরকম থাকে? নিশ্চয়ই না।

ঠিক তেমনই আমরা যখন নামায পড়বো তখন আমাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত, যেন আমরা আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথা বলছি। আমরা বলছি আর তিনি শুনছেন। এটিই হল মূলত নামাযের খুশু খুজু এবং নামাযের মূল প্রাণ। পক্ষান্তরে আমরা যদি এমন ভাবে নামায পড়ি যেন রেকর্ড করা কিছু কথা শুনিয়ে দিলাম। সুরা ফাতেহাটা শুনিয়ে দিলাম। এরপর আরও একটি সূরা শুনিয়ে দিলাম। কী পড়ছি? কাকে শোনাচ্ছি, সে দিকে কোনো খেয়াল নেই। ফলে কখনো কখনো আমরা নিজেরাও টের পাই না যে, সূরা ফাতেহার পর কোন সূরাটা পড়লাম। আমাদের এই জাতীয় নামাযগুলো হল প্রাণহীন ও মৃত নামায। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এমন নামায থেকে পানাহ দান করেন।

নামাযি মূলত তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলে

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي إِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ . فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ؟

তোমাদের কেউ যখন নামাযে পড়তে দাঁড়ায় তখন সে মূলত তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলে। অতএব সে তার প্রতিপালকের সাথে কীভাবে কথা বলে, তা যেন লক্ষ্য রাখে। -জামেউস সাগীর ২১৭৪ (হাদীসটি সহী)

চমৎকার একটি দোয়া

হযরত মুয়ায রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস বলেই আজকের মতো কথা শেষ করছি।

عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ» فَقَالَ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اَللهم أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» . رواه أبو داود بإسناد صحيح

হযরত মুয়ায রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন, হে মুআয! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে ভালোবাসি। এরপর বললেন, মুআয! আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, তুমি প্রত্যেক নামায শেষে এ দোয়াটি পড়া কখনোই ছাড়বে না,

اَللهم أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সাহায্য করুন আমি যেন আপনার যিকির করতে পারি, আপনার শোকর আদায় করতে পারি এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত করতে পারি। -সুনানে আবূ দাউদ : ১৫২২; মুসনাদে আহমদ : ২১৬২১ (হাদীসটি সহী)

দেখুন ভাই, দোয়ার অর্থটা কী চমৎকার!

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী আজব এক ভংগিতে দোয়াটা শিখাচ্ছেন। আগে বললেন আমি তোমাকে ভালোবাসি। এরপর দোয়াটা পড়ার ওসিয়ত করছেন।

তার আগে মনযোগ আকর্ষণের জন্য তার হাত ধরলেন। এটাই ছিল নবীজীর উসলূবে তালীম।

আমরাও কি ভাই প্রতি নামাযের পর এ দোয়াটা পড়তে পারি না ইনশাআল্লাহ? একটি বিষয় তো আমাদের জানা আছেই যে, দোয়াটি 'মাসূর' দোয়া হওয়ার কারণে অন্যান্য মাসূর দোয়ার মতো নামাযের শেষে দুরুদ শরীফ পড়ার পর সালামের আগেও পড়া যাবে। এ জন্য হিসনুল মুসলিমে দোয়াটি ওই তালিকার মধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব যেভাবে আমাদের সুবিধা হয় পড়লাম। সালামের আগে বা পরে।

আজ এখানেই কথা শেষ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

আমাদের সবাইকে শাহাদাত পর্যন্ত তাঁর সন্তুষ্টির পথে, জিহাদ ও শাহাদাতের পথে অবিচল থাকার তাওফীক দান করেন এবং আমাদের সবাইকে সর্বোচ্চ জান্নাত জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعينو آخر دعوانا

أن الحمد لله رب العالمين